জীববৈচিত্র্যের বাণিজ্যিক ব্যবহার থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশের বন্টন (ABS) সংক্রান্ত ভারতের অভিজ্ঞতা

কনভেনশন অন্ বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি(CBD)-এর সাথে সাজুয্য রেখে ভারত সরকার ২০০২ সালে জীববৈচিত্র্য আইন এবং ২০০৪ সালে জীববৈচিত্র্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন। এই বিধিনিয়মগুলো সফলভাবে রূপায়ণের জন্য ভারতবর্ষে একটি ত্রিস্তরীয় কাঠামো গঠিত হয়েছে--- জাতীয় স্তরে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ (National Biodiversity Authority), রাজ্যস্তরে রাজ্য জীববৈচিত্র্য পর্ষদ (State Biodiversity Board) এবং স্থানীয়স্তরে জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা সমিতি (Biodiversity Management Committee) ।

ভারতবর্ষে জীববৈচিত্র্যের বাণিজ্যিক ব্যবহার থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ বন্টনের [Access and Benefit Sharing (ABS)] ইতিহাস দীর্ঘকালীন এবং তা যথেষ্ট প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার ফসল। পৃথিবীব্যাপী এই সংক্রান্ত উদাহরণগুলোর মধ্যে 'কানি' উপজাতিদের (Kani Tribe) পরম্পরালব্ধ জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার কাহিনী অতি পরিচিত। তাদের পরম্পরালব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করেই 'আরোগ্যপাচা' (Arogyapacha) নামক উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত ক্লান্তিনাশক ওষুধ 'জীবনী' (Jeevani) বাণিজ্যিকভাবে সফলতা অর্জন করেছে এবং তারাও এই লভ্যাংশের অংশীদার হয়েছে।

আমাদের দেশে জীববৈচিত্র্যের বাণিজ্যিক ব্যবহার থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশের বন্টন বাস্তবায়িত করতে আইনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্য সফল করতে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ ধারার প্রচলন করেছেন যা প্রতিনিয়ত আরও সহজ, সরল ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করার চেষ্টা করে চলেছেন।

ভারতে এযাবৎ একশোরও বেশী জীববৈচিত্র্যের বাণিজ্যিক ব্যবহার থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশের বন্টন (ABS) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

জীববৈচিত্র্য আইনের নিয়মনীতির মধ্যে থেকে এবং CBD-এর ১৫নং অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে গৃহীত এই পদক্ষেপ বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে। ABS রূপায়ণে ভারতের এই অগ্রণী ভূমিকা অন্যান্য দেশের কাছে পথনির্দেশকের কাজ করছে। শুধুমাত্র পুঁথিগত বিষয়গুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিশেষজ্ঞ ও নীতি নির্ধারকদের নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে ABS রূপায়ণ-- ভারত ছাড়া খুব কম দেশেই হয়েছে। অপরদিকে, ভারতই হচ্ছে সম্ভবত প্রথম দেশ যেখানে এপর্যন্ত ছয়শোরও বেশী ABS-এর আবেদনপত্র খতিয়ে দেখা হয়েছে। কার্যত অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ABS রূপায়ণে ভারতের এই অভিজ্ঞতা অন্যান্য অনেক দেশের কাছে শিক্ষনীয়, বিশেষ করে যেসব দেশ ABS বিষয়টিকে একটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চায়। বিভিন্ন পক্ষের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ABS সংক্রান্ত গৃহীত দিকনির্দেশকারী সিদ্ধান্তগুলি ন্যায্য ও সুষম সুবিধা বন্টনের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করে।

জীববৈচিত্র্য আইনের অধীনে চুক্তিগুলিকে চারটি বিশেষভাগে ভাগ করা যায়। প্রত্যেকটির জন্য একটি নির্দিষ্ট আবেদনপত্র আছে, এগুলি হল-------

- ১নং আবেদনপত্র (Form 1) ব্যবহার করা হয় জীবসম্পদ এবং/অথবা সেই সংক্রান্ত পরম্পরালব্ধ জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে।
- ২নং আবেদনপত্র (Form 2) ব্যবহার করা হয় জীবসম্পদ সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ ফল দেশের বাইরে হস্তান্তর করার উদ্দেশ্যে।
- ৩নং আবেদনপত্র (Form 3) ব্যবহার করা হয় জীবসম্পদ সংক্রান্ত মেধাস্বত্ব অধিকার বিষয়ে আবেদন করার উদ্দেশ্যে।
- ৪নং আবেদনপত্র (Form 4) ব্যবহার করা হয় এক নং আবেদনপত্রের মাধ্যমে অর্জিত জীবসম্পদ এবং/অথবা সেই সংক্রান্ত পরম্পরালব্ধ জ্ঞান কোন তৃতীয় ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে।

আবেদনপত্র	**বিভাগ**	**আবেদন গৃহীত**	**NBA এবং আবেদনকারীর মধ্যে স্বাক্ষরিত ABS চুক্তি**
১নং আবেদনপত্র	জীবসম্পদ এবং/অথবা সেই সংক্রান্ত প্রথাগত জ্ঞান আহরণ	১১১	১৭
২নং আবেদনপত্র	বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বিদেশী নাগরিক, প্রতিষ্ঠান, অনাবাসী ভারতীয় নাগরিকের সাথে গবেষণালব্ধ ফলাফল হস্তান্তর	৩৫	১২
৩নং আবেদনপত্র	মেধাস্বত্ব অধিকার সমূহের জন্য আবেদন	৪৭৭	৬৪
৪নং আবেদনপত্র	জীবসম্পদ এবং/ অথবা সেই সংক্রান্ত প্রথাগত জ্ঞান তৃতীয় পক্ষের কাছে হস্তান্তর	৬৯	১৭
সর্বমোট		৬৫৪	১০০